তারিখ ····28 DEC 2016
পৃষ্ঠা ···৬··· কলাম···২···

সংবাদ

জঙ্গিবাদের ছোবল থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে

—————— শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নজরদারি অব্যাহত রয়েছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদের ছোবল থেকে দূরে রাখতে সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও জনমত গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীলতার প্রসার ঘটাতে হবে। আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি সব শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক, অভিভাবক, প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে রুখে দিতে হবে। মন্ত্রী গতকাল রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে জঙ্গিবাদবিরোধী এক সভায় এ কথা বলেন। বৃহত্তর

জঙ্গিবাদের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

জঙ্গিবাদের : ছোবল

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানদের সঙ্গে 'শিক্ষার উন্নত পরিবেশ, জঙ্গিবাদমুক্ত শিক্ষাঙ্গন' শীর্ষক এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহাবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান প্রমুখ। সভায় অংশ নেয়া ঢাকা জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন ও শিক্ষাঙ্গনে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে বিভিন্ন সুপারিশ ও মতামত তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে অভিভাবকদের পাশাপাশি সমাজেরও দায়িত্ব রয়েছে। তারা যাতে বিপথগামী না হয় সেদিকে সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছেলে-মেয়েদের জঙ্গি কার্যক্রম থেকে রক্ষা করতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ইসলাম ধর্ম হত্যা সমর্থন করে না উল্লেখ করে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিপথগামী লোকদের বোঝাতে হবে যে, ইসলাম জঙ্গিবাদ সমর্থন করে না। বরং জঙ্গিবাদ ইসলামকে দেশে ও বিদেশে ছোট করছে।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখতে তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে আরও বেশি জড়িত রাখা, ক্লাসরুম আনন্দময় করে তোলা এবং খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা, দেয়াল পত্রিকার প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত থাকতে পারে। এসবের প্রস্তুতি নিতেও তাদের সময় দিতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবছর মেধা অন্বেষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ৭ হাজার শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কৃত করে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এদের মধ্যে শীর্ষ ১২ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রী বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পায়। জঙ্গিবাদ ইস্যুতে কোন শিক্ষার্থী ধারাবাহিকভাবে ১০ দিন অনুপস্থিত থাকার পরিপত্র জারির ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি বেড়েছে। ঝরে পড়া অনেক কমেছে।

শিক্ষকতাকে সবচেয়ে সম্মানিত পেশা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য তাদের আরও নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে। জাতির ভবিষ্যৎ সন্তানদের গড়ে তুলতে শিক্ষকদের বাড়তি কাজ করতে হবে। শিক্ষকদের সততা, নিষ্ঠায় ছাত্ররাও অনুপ্রাণিত হবে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে প্রতিষ্ঠানের ক্যাপাসিটির অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি না করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রতি আহবান জানান।